

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসক সংযোগ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৫১২.৮২.০০৪.১৪-৪১৭

তারিখ: ১৩ কার্তিক ১৪২২
২৮ অক্টোবর ২০১৫

বিষয়: নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলা ভিক্ষুকমুক্তকরণ দৃষ্টান্ত সংক্রান্ত।

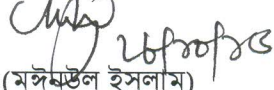
- সূত্র: (১) গত ২৩-১০-২০১৫ তারিখে The Daily Star পত্রিকায় প্রকাশিত 'Where nobody is beggar' শীর্ষক প্রতিবেদন সংক্রান্ত।
(২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর ০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৬.০০৫.২০১৫-৪০০ তারিখ: ৮.১০.১৫

গত ২৩-১০-২০১৫ তারিখে The Daily Star পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের চিত্রপ্রতিলিপি এইসঙ্গে প্রেরণ করা হল। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলাকে গত ৫ জুলাই ২০১৪ তারিখ "ভিক্ষুকমুক্ত" ঘোষণা করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমানের সক্রিয় উদ্যোগে এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সরকারি কর্মকর্তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উক্ত উপজেলার ৯৭৯ জন ভিক্ষুককে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত করে সরকারের নানা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন পেশায় পুনর্বাসন করা হয়েছে মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। উল্লেখ্য, জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৫ চলাকালে মুক্ত আলোচনায় জেলা প্রশাসক, নীলফামারী উক্ত বিষয়টি উত্থাপন করেন। এই পরিপ্রক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিম্নরূপ সানুগ্রহ দিক্-নির্দেশনা প্রদান করেন:

"কিশোরগঞ্জ উপজেলায় অনুসৃত ভিক্ষুক পুনর্বাসনের কর্মসূচি দেশব্যাপী বাস্তবায়নের বিষয়টি পরীক্ষা করে ভিক্ষুকদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।"

০২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ দিক্-নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সূত্রে উল্লিখিত (২) নম্বর স্মারকে তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে পুনরায় অনুরোধ করা হল।

সংযুক্ত: দুই পৃষ্ঠা।


(মসুদুল ইসলাম)
উপসচিব

ফোন: ৯৫৭৫৪৪৭

ই-মেইল: dfal_sec@cabinet.gov.bd

জেলা প্রশাসক

..... (সকল)।

অনুলিপি:

- ১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
- ২। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
- ৩। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
- ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

“We have proved that with nothing more than proper utilisation of the government's safety net programmes and a little advice and dedication, we can make our upazila beggar-free,” says UNO Rahman, a strong supporter of the programme. “The same can be achieved nationwide.”

Rahman's commitment runs deep. He recently turned down a promotion to additional deputy commissioner in Jhenidah in order to continue overseeing the upazila's progress.

Currently, mobile courts are actively enforcing the anti-begging provisions under the public nuisance act, to ensure programme participants do not revert to begging. But enforcement is hardly required: most have vowed never to do so, with their eyes now firmly fixed on better and bigger horizons.

The success of local efforts has not remained unnoticed. “We are on track to win the United Nation's Public Service Award 2015,” says Rahman, “We've already passed the first two evaluation rounds.”

The Japanese International Cooperation Agency (JICA), meanwhile, awarded it the Kaizan Role Model Award earlier this year.

“The achievement in Kishoreganj is a big and very welcome surprise,” says JICA expert Masatoshi Higuchi. “It's been possible to eliminate begging due to the programme's strong and enthusiastic leadership.”

Nilphamari's Deputy Commissioner (DC) Zakir Hossain brought the upazila's efforts to the attention of the prime minister and others at the last DC Conference in Dhaka, apprising them not only of the success but of the challenges in overcoming begging, an activity that has complex causes and deep roots.

“Kishoreganj is a light of hope for all Bangladesh,” says local lawmaker Golam Mostafa who has worked as an adviser on the beggar rehabilitation committee. “If we follow this example we can have a country where begging belongs only to the history books.”

Thanks to Kishoreganj, a nationwide beggar rehabilitation programme is indeed under consideration, with a recent cabinet decision made to this effect, notes a rightly delighted Rahman.